R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৭শে অক্টোবর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬, সডাক ৭

মিনি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব অন্য বাসও অনিয়মিত

বিশেষ প্রতিনিধি, ২৬ অকটোবর— স্বচ্ছন্দে দ্রুত যাতায়াতের জন্য জেলায় সম্প্রতি মিনি বাস দেওয়া হয়েছে। সাধারণ বাসের চেয়ে এই বাসের ভাড়া বেশী, ষ্টেট বাসের সমতুল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যাত্রীরা মিনি বাসে নানা কারণে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বোধ করছেন। বহরমপুর—ফরাক্কা ভায়া রঘুনাথগঞ্জ এবং রঘুনাথগঞ্জ—বহরমপুর রুটের মিনি বাসগুলিতে নির্দ্দিষ্ট আসনের চেয়ে অনেক বেশী যাত্রী নেওয়া হচ্ছে এবং গাদাগাদি করে সাধারণ বাসের মত যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিনি বাসের সময়েরও কোন ঠিক থাকে না। যখন খুশি ছাড়ে, যখন-তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। ভাড়ার লোভে যেখান-সেখান বাস থামানোও মিনি বাসের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ। মিনি বাস ছাড়াও সাধারণ বাসে যাত্রীরা যে নিয়মিত যাতায়াত করতে পারবেন—এখন তাও কেউ হলফ করে বলতে পারেন না। সময়ের গোলমাল তো আছেই, তাছাড়াও ভাড়ার সমতা না থাকায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায় এবং অসন্তোষ দেখা যায়। এ সমস্ত বাস আবার নিয়মিত যাতায়াত করে না। মাঝে মধ্যে বিয়ে বা অন্য কোন উপলক্ষে গোপনে ভাড়া খাটতে গিয়ে রুট থেকে অদৃশ্য হয়। যাত্রীদের আগে থেকে অনুপস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার সৌজন্য বোধটুকুও এদের নাই। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রুটের যাত্রীদের নাজেহাল হতে হয়। ইদানীং মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত রুটেই প্রাইভেট বাসের এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারী উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা বলে বাসের ছাদে যাত্রী পরিবহণ বন্ধ করে দিয়েছেন। যাত্রীরা মনে করছেন অনুরূপ কোন আইন প্রয়োগ করে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থা যদি অযথা হয়রানির হাত থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেন এবং মিনি বাসে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হন তাহলে যাত্রীরা যার পর নাই উপকৃত হবেন। এবং যাতায়াতে নিশ্চয়তা ফিরে আসবে।

—

হনুমানের অত্যাচারে

মিরজাপুর, ২৫ অকটোবর— রঘুনাথগঞ্জ থানার মিরজাপুর অঞ্চলের পশই গ্রামের সাধারণ মানুষ হনুমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুখ বুজে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করছেন। হালে হনুমানের অত্যাচার এত বেড়েছে যে, গ্রামবাসীরা পরিত্রাণের আশায় ফরিয়াদ জানিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে, রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের বিডিওকে এমন কি জেলা শাসকের দরবারেও অভিযোগের একটি কপি রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠিয়েছেন। কিন্তু হনুমানের অত্যাচারের হাত থেকে গ্রামবাসীদের পরিত্রাণের জন্য কোন ব্যবস্থাই নাকি এখনও গৃহীত হয়নি। এদিকে হনুমান বাহিনী সমানে তাদের ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। মাঠের গম, কলাই, পেঁয়াজ এবং বাগানের ফল ও শাকসব্জি তারা ব্যাপকভাবে তছনছ করে চলেছে। জেহাদ ঘোষণা করে হনুমান বাহিনীর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে রুখে দাঁড়াবার জন্য গ্রামবাসীরা প্রশাসনকে আহ্বান জানাচ্ছেন।

—

কালীপূজো ভাইফোঁটা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, এবার কালীপূজো ও ভাইফোঁটা কেমন কাটল? একটি মাত্র শব্দে তার উত্তর হবে 'অপূর্ব'। হ্যাঁ এবার কালীপূজো ও ভাইফোঁটা উৎসব জঙ্গিপুর মহকুমায় অন্যান্যবারের মতই ভালোভাবে কেটেছে, যদিও চড়া বাজারদরের সঙ্গে পাল্লা দিতে সকলকে হিমসিম খেতে হয়েছে। মহকুমার সর্বত্র কালীপূজা হয়েছে এবং প্রধান প্রধান জায়গাগুলি থেকে এবারও জুয়া খেলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

মনোহারী সাজ, বর্ণাঢ্য দৃশ্যপট, টুনিবাল্ব, নিয়ন বাতি, প্রদীপ ও মোমবাতির আলোয় রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর শহর নতুন সাজে সেজেছিল ২২ অকটোবর রাত্রে। রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির, রঘুনাথগঞ্জ থানা ও বাবুবাজার বোলতলা সার্বজনীন কালীপূজো কমিটির মণ্ডপগুলির আলোকসজ্জা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় মৃৎশিল্পী চন্দ্রকিশোর রঘুনাথগঞ্জ থানার কালী প্রতিমাটি নতুন ধাঁচে তৈরী করে সুনাম অর্জন করেন। তাঁরই বাবুবাজার বোলতলা সার্বজনীন কালী প্রতিমাটিও প্রশংসিত হয়। ভালো লাগে জঙ্গিপুর হরিসভার প্রাকৃতিক মণ্ডপে কালীপূজোটি। বটগাছের গোড়া ও ঝুরির মধ্যে ওপরে কেবল একটি চাঁদোয়া টাঙিয়ে উদ্যোক্তারা মণ্ডপ তৈরী করেন। তাঁদের আলোক-

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অমানুষিক

সাগরদীঘি, ২৬ অকটোবর— ভাইপোকে অমানুষিক শাস্তিদানের অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ মনিগ্রামের গণেশ গাঙ্গুলী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃজায়া মালতি গাঙ্গুলী থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ করেন যে, একটি আংটি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ছেলে বাঁশরী গাঙ্গুলীকে (১২) শুভ্রা গাঙ্গুলী দড়ি দিয়ে বারান্দায় খুঁটির সঙ্গে বাঁধেন। দেবর গণেশ গাঙ্গুলী দুটি লোহার সাঁড়াশি এবং একটি লোহার শিক গরম করে বাঁশরীর দুই পায়ে এবং পিঠে চেপে ধরেন। চিৎকারে গ্রামের লোকজন জুটে যায় এবং বড় ভাসুরের ছেলে দড়ির বাঁধন খুলে বাঁশরীকে মুক্ত করে। মালতিদেবীর এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গণেশ গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর আদালতে চালান দেয়। আদালত থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান। তাঁর বিরুদ্ধে ৩২৬/৩৪২ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

বাস দুর্ঘটনায় ৫ জন জখম

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ অকটোবর— যাত্রীবোঝাই 'দাতাবাবা' নামে একটি বাস গত বুধবার রাত্রে নিমতিতা থেকে ফেরার পথে জাতীয় সড়কের মঙ্গলজনে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাক্টর
সব্জী চাষের
খরচ কমায় ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস্ ইণ্ডিয়া। ৮৭ লেনিন সরণী, কলি-১৩ ফোন ২১-২৫৬৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

ব্যাহত উৎপাদন

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল ধান। গম, পাট ও বিবিধ রবিশস্য এই রাজ্যে উৎপন্ন হইলেও ধানের প্রাধান্য ও প্রভাব বেশী। কাজেই ধান চাষের মরশুমটি ভালভাবে কাটিল কিনা, তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। বস্তুতঃ ধানচাষেই সকলের আশা-নিরাশার দোলা।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে খরার ভার চলিতেছে। কোন কোন স্থানে ধান রোয়া যায় নাই। জমি ফাঁকা পড়িয়া আছে। এই সব স্থান বৃষ্টিনির্ভর। ক্যানেল কল্যাণ এই সব জায়গায় নাই। বিগত বর্ষা সর্বত্র সন্তোষজনক হয় নাই। অসময়ে অর্থাৎ দেরীতে অপ্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। সুবর্ষা এবার হয় নাই। তথাপি ধানের যেটুকু আবাদ হইয়াছিল, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। বিগত প্রায় দুই মাস হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের উপযুক্ত 'বিয়ান' হয় নাই। শীর্ণ চারার জীর্ণ যৌবন। তাহাতে ধানের পরিপুষ্ট এবং বেশী সংখ্যক শীষ আশা করা যায় না। কোথাও কোথাও জমিতে ফাটল, ধান চারার পাতা লাল হইয়াছে। মাঠের বুক জ্বলিতেছে; ধানের মুখ শুকাইয়াছে।

অপর দিকে রবিশস্য চাষের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। আশ্বিনের বৃষ্টি কার্তিকে রবিশস্য বপনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি আনে। কিন্তু এই বৎসর তাহা হয় নাই। বহু জমিতে ছোলা-মসুরি-গম চাষ হইত, তাহা বৃষ্টির অভাবে পতিত রহিবে। গমের চাষও এবার সম্ভাবনা বহন করিবে কিনা সন্দেহ। জলাধারগুলি বৃষ্টির অভাবে জল সঞ্চয় করিতে পারে নাই। গমের জন্য ক্যানেল অঞ্চলে জল মিলিবে কিনা বলা কঠিন।

এই মহকুমার অঞ্চলবিশেষে প্রায় খরা অবস্থা। সে সব জায়গায় ধান মরিতেছে; মসুর-ছোলা-গম বপনের আশাও তিরোহিত। আকাশে প্রতিদিন 'দ্বাদশ সূর্য'-এর অপ্রতিহত প্রতাপ। ফলে সব জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবার অবস্থা।

চাষীসম্প্রদায়ের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। উপযুক্ত ফলনের হানি আশঙ্কা করিয়া সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবনায় পড়িবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

প্রকৃতির দীর্ঘ নিষ্করুণতায় কাহারও কোন হাত নাই। খেয়ালী প্রকৃতির খেয়ালের খেলায় সকলেই অসহায়। ধানের ফসল মার খাইলে, গমের চাষ বন্ধ রহিলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ খাদ্যের যোগান না পাইলে এক ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে। গ্রামের রেশনের জন্য নূতনভাবে চিন্তা করার দরকার হইবে।

আরো নাটক আরো দর্শক আরো মঞ্চ

ডাইনোসেরাস

মৃণাল সেনের 'ইণ্টারভিউ', 'কলকাতা-৭১' এবং 'কোরাস' ছবিগুলিতে একটির সঙ্গে আরেকটির যেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায়, জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের তেমনি বিগত আটটির মধ্যে পাঁচটি প্রযোজনায় পারস্পরিক একটি ধারা প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। তাঁদের সেই দুঃসাহসিক পদক্ষেপগুলির ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা গেছে 'অন্ধকারের নীচে সূর্য', 'রাইফেল', 'ক্যাপ্টেন হুররা', 'দোহাই হাসবেন না' এবং 'শেষ বিচার' নাটকগুলিতে। এতদিন টাউন ক্লাব প্রযোজিত প্রতিটি নাটকের পরিচালক ছিলেন হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ২৪ অক্টোবর তাঁরা যে নাটকটি প্রযোজনা করেন তার পরিচালক ছিলেন সকলেই। নাটকটির নাম 'ডাইনোসেরাস'—রচনা সমর দত্ত। এটি ছিল টাউন ক্লাবের নবম প্রযোজনা।

ক্রীতদাস প্রথা থেকে শুরু করে বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন এবং শোষণের তীব্র কষাঘাত থেকে মুক্তির পথ খোঁজা হয়েছে এই নাটকে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'ডাইনোসেরাস' নামে যে প্রাণীটি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, শাসন এবং শোষণের প্রতীক হিসেবে তাকেই এখানে দেখানো হয়েছে। আদিম সভ্যতা থেকে বর্তমান সভ্যতায় সকলে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে তার বিরুদ্ধে কিন্তু কেউ সাহস পায়নি। বিদ্রোহ করতে চেয়েছে একালের কৃষক 'অসম্ভব' (অরুণকুমার প্রামাণিক), কেরানী 'ভয়ঙ্কর' (ভবতোষ মজুমদার), নাট্যকার 'ভীষণ' (কানাইলাল ভকত) ও শ্রমিক 'দুর্দান্ত' (শ্যামাশঙ্কর দাস)। কিন্তু ডাইনোসেরাসরূপী জুজুর ভয় ওদের প্রত্যেককে দমিয়ে দিয়েছে। দলগত অভিনয়ে এঁরা প্রত্যেকেই বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। রাম-এর ভূমিকায় মিহিররঞ্জন চৌধুরী যথাযথ অভিনয় করেছেন। শ্যাম-এর ভূমিকায় মৃগাঙ্কশেখর ভট্টাচার্যের উচ্চারণ ভীষণ অস্পষ্ট। যদু চরিত্রে নন্দকিশোর মুন্দ্রার ডায়ালগ সম্পর্কে আরো সচেতনতার প্রয়োজন ছিল। টিম ওয়ারক, আলোকসম্পাত ও আবহ সঙ্গীত ভালোই। গানগুলিতে বিদ্রোহ ও বাঙ্গের সুর প্রতিধ্বনিত হতে শোনা যায়।

কালিন্দী

জঙ্গিপুর বারের আইনজীবীদের উদ্যোগে গত ২৬ অকটোবর ৺বিজয়ার প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে এস ডি ও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চে বালিঘাটা হরিশ্চন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কালিন্দী' নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। রামেশ্বর চরিত্রে শান্তিগোপাল দত্ত দর্শকদের যতটা পরিতৃপ্ত করেন, ঠিক ততটা রসগ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে মাইকের অসাধারণ গর্জন। ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা জঙ্গিপুরের নাট্যমোদীদের বিরাট অংশকে নিরাশ করে। পরিচালক (প্রভাতকুমার দাস) নিজেই মিত্তির-এর চরিত্র ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। মহীন্দ্র ও পুলিশ অফিসারের দ্বৈত চরিত্রে সৈয়দ নজরুল ইসলাম জড়তা কাটাতে পারেননি। এক সময় তাঁর রিভলভারের খাপটি খুলে পড়তে দেখা যায়। দু'জন আসল কনসটেবলকে এবার কনসটেবলের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। এবারও অতি অভিনয়ের ঘোর কাটাতে ব্যর্থ হয়েছেন অহীন্দ্রর অর্ধেন্দু মুখারজি, জড়তা কাটাতে পারেননি উমাদেবীর সমাপিকা মুখারজি এবং মানদার মালবিকা দত্ত। ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়, আল্পনা রায়, অর্চনা দাস, যূথিকা চ্যাটারজি এবং অন্যান্যদের অভিনয় চরিত্রানুগ। আলোকসম্পাত যথাযথ হয়নি। —রাজশ্রী

শোক সংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রসিদ্ধ স্বর্ণব্যবসায়ী রামপদ চন্দ্র ২৪ অকটোবর রাত্রে তাঁর নিজ বাসভবনে ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। একবার তিনি জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। ধর্ম ও সমাজ সেবামূলক কাজে উৎসাহদানের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/ সত্যনারায়ণ ভকত

পাহর বা পাউর উৎসব

মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়ালা অধ্যুষিত অনেক গ্রামে এই উৎসব হয়। কালীপূজোর পরদিন প্রতিমা বিসর্জনের পর দুপুরে এই উৎসব হয়ে থাকে। গোয়ালারা একে পাহর বা পাউর উৎসব বলে। আমি এই উৎসবের তথ্য সংগ্রহ করেছি রঘুনাথগঞ্জ থানার জোতকমল গ্রাম থেকে। শূকরছানা এবং গরু মোষ এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। যার গরু বা মোষ শূকরছানাকে একেবারে মেরে ফেলতে পারবে, সে হবে সেই বছরের রাজা বা সর্দার। আগে যার গরু বা মোষে শূকরছানাকে খতম করতো তাকে ধুতি, চাদর ও নগদে বকসিস্ দেওয়া হতো। তাকে আবার গ্রামের ১০ জনকে খাওয়াতে হতো। এইভাবে তারা বছরের উৎসবমুখর এই দিনটি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতো। এখন ধুতি, চাদর বা বকসিস্ কোনটাই দেওয়া হয় না, খাওয়ানোর রেওয়াজও উঠে গিয়েছে। উৎসবটা টিকিয়ে রাখা হয়েছে এই যা। ইতিমধ্যেই একাধিক গ্রামে এই উৎসবের অপমৃত্যু ঘটেছে—অর্থাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালীপূজোর পরদিন বেলা একটা নাগাদ উপস্থিত হলাম জোতকমল গ্রামে। দেখলাম বাগানের ভেতর নির্দিষ্ট একফালি ফাঁকা জায়গায় শ'খানেক গরু-মোষ জড় করা হয়েছে। শ' পাঁচেক দর্শকও সেখানে হাজির। প্রতিটি গোরু-মোষের শিঙ-এ তেল-সিঁদুর মাখানো। বাঙর গাছের পাতা, ধান-দূর্বা, পান-পাতা ও তেল-সিঁদুর দিয়ে একটি শূকরছানাকে বেশ করে সাজিয়ে চুমানো হ'ল অর্থাৎ পূজো করা হ'ল। তার গলায় বিরাট এক রসা বাঁধা। তাকে কোলে নিয়ে একজন নাচছে, আরও ছ'জন তাকে ঘিরে নাচছে, গাইছে :—

নাদিয়া কিনারে এক মন্দির
চারি কন্যা রহালে কুমারে।
মুঞ্জোতদরি, সীতা, গৌরী, শ্রীরাধিকাজী
কাওনা বিহাবে পাপী রাবাণা যে
কাওনা বিহাবে শ্রীরাম।
কাওনা বিহাবে গৌরী
কাওনা বিহাবে শ্রীরাধা।
কাওনা তিলক শোভে—
পাপী রাবাণা যে…
কাওনা তিলক শোভে শ্রীরামে
কাওনা তিলক শোভে ৺মহাদেবে
কাওনা তিলক শোভে কিষ্ট কান্তে।
রক্ততিলক শোভে পাপী রাবাণা যে
চন্দন তিলক শোভে রে শ্রীরামে।
ভারসাম (ভস্ম) তিলক ৺মহাদেবে।
দাধিক (দুধের) তিলক শোভে রে
কিষ্ট কান্তে।
মুঞ্জোতদর বিহাবে পাপী রাবাণা যে
সীতারে বিহাবে শ্রীরামে।
গৌরী বিহাবে ৺মহাদেবা যে
রাধারে বিহাবে কিষ্ট কান্তে॥

ঢোল, মাদল ও কাঁসর-ঘণ্টার বাজনার সঙ্গে এই গান বেশ শ্রুতি-মধুর। মনসা বিগ্রহ নিয়ে যারা ভিক্ষা করে, তারা যে সুরে মনসার গান গায়, এই গানের সুরও অনেকটা সে রকম। কোরাস বলে হয়তো আরো সুললিত।

নাচ-গানের পর শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। প্রণাম করে সাতবার মাঠ প্রদক্ষিণের পর রসাটা ধরে একজন শূকরছানাকে ছুটিয়ে দিল গরু-মোষের মাঝে। উদ্যোক্তাদের হাতে লাল রঙ মাখানো লাঠি। গরুর পাল ঝাঁপিয়ে পড়ল শূকরছানার ওপর। মোষরা কেমন যেন নিষ্প্রভ। হয়তো হিংস্র খেলায় তাদের মন সায় দেয় না। একজন লোক শূকরছানাকে এক পাল গরুর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে আবার টেনে নিচ্ছে। তারপর আবার ছুঁড়ে দিচ্ছে। এভাবে পনের মিনিট চলার পর গরুর শিঙ-এর গুঁতোয় ছোট্ট প্রাণটি ছোট্ট শূকরের দেহ ছেড়ে চলে গেল। নিহত শূকরছানাটি বাজিয়েদের দিয়ে দেওয়া হ'ল। ফেরার পথে আবার ওরা গান ধরল :—

আসলা না করিতে
যশোদা চালালা যে,
কিষ্টজীকে ঘরামে শুতায়ে।
শুতিয়া শুতিয়া ঠাকুর দেখালা যে,
মাখ্‌খনকে ভাণ্ডারে।
পিঁড়িকা উপ্‌রে পিঁড় দিহাল যে
সেওর মাখ্‌খন পাড়ি পাড়ি খায়ে।
ইয়া মাখ্‌খন রাখানু দেবতার লাগি যে,
সেওর মাখ্‌খন দিহালে জুঠায়ে।
তুহারা মাখ্‌খন আমি নাহি খাই গে—
বলাই দাদা খায়ে রে ভাগি যায়ে।
কেত্তা তু খায়ালা
কেত্তা ফেকালা যে,
কেত্তা হাত মুহামেঁ লাগায়ে
যশোদা নিহালা লাঠি যে—
বাছা মারের গুণে ধায়ির চলা যায়ে।
আগে আগে ভাগে কিষ্ট ঠাকুরা যে,
পাছের সাথে যায় যশোদা মায়ে।
একা কোশা গায়ি রে
দোসারা কোশে—
তেসার কোশে নাদিয়া কিনারে।
নাদিয়া কিনারে একা
কদম গাছিয়া যে—
লাপাকে ধরালে একর ডালে।
পাত্তা পাত্তা ফিরে কিষ্ট ঠাকুরা যে,
ডালেতে দিহালা দোনো গোড়ে।
খেলিতে দিহাব সোনার ভেটাওয়া যে,
খাইতে দিহাব দুধা-সরে।
সোনাকা ভেটা তেরা নাহি লেবা গে,
তোহার হক্কে হোয়ে গায়ি চোরে।
ইয়া তো বচনা যশোদা শুনালা যে,
চলি যায়ে আপনাকে ঘরে।
গাচ্ছা সে নামালা কিষ্ট ঠাকুরা যে,
ধারেক লেলে যোগীকারি বেশে॥

উৎসব শেষে সমবেত কণ্ঠে এই গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে উদ্যোক্তারা প্রস্থান করেন ; সেই সঙ্গে গ্রামবাসীরাও। উপভোগ্য অথচ পাশবিক এই অনুষ্ঠানটিতে সময় লাগে সাকুল্যে এক ঘণ্টা। গান দুটি জোতকমলের ভূষণচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে সংগৃহীত। তিনি জানান, বাপ-ঠাকুরদার আমল হতে পাউর বা পাহর উৎসবের এই দিনটিতে গান দুটি গীত হয়ে আসছে।

গোবর্ধনযাত্রার মেলা

কালীপূজোর পরদিন জঙ্গিপুর শহরের বাবুবাজার পল্লীতে আর একটি উৎসব হয়। নাম—গোবর্ধনযাত্রার মেলা। এবার যে কোন কারণেই হোক কালীপূজোর পরদিন উৎসবটি হয়নি, হয়েছে মাঝে একদিন বাদ দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন। আর পাঁচটি মেলার মতই সাধারণ মেলা। মেয়েদের ভিড়ই বেশী। তাই তাদের প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে ছেলে-বুড়োর আকর্ষণ তেলেভাজা, বাদাম-চানাচুর, তালা, ছুরি, মাটির পুতুল ইত্যাদি-প্রভৃতির। মেলায় ঢুকতেই টুনি বাল্বের সাত সাতটি তোরণ দ্বার। আলোয় আলোময়। একদিকে বাবু-বাজার বোলতলা সার্বজনীন কালী-পূজার মণ্ডপ, বোরডে লেখা 'এই প্রতিমা ৭ দিন থাকিবে'। আর একদিকে, মণ্ডপের প্রায় পাশেই, একটি গোলাকার বাঁধানো বেদী। বেদীর ধাপে ধাপে গোপীনাথ, নাড়ুগোপাল, বৃন্দাবনবিহারী, রাধারাণী, রাধা-গোবিন্দ, রঘুনাথজী, সর্বেশ্বর, মদন-মোহন ও সুভদ্রার বিগ্রহ সাজান রয়েছে। দর্শনার্থীরা খালি পায়ে অথবা জুতো পরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, প্রণাম করছেন, পয়সা ফেলছেন এবং শান্তিজল নিচ্ছেন। এভাবে কোন বছর ৫০ টাকা কোন বছর ১০০ টাকা আয় হয়। একজন জানালেন, সংগৃহীত অর্থ পুরোহিত বা যারা ভোগ রাঁধে তারা পায়। আগে এখানে এই মেলাটি সাতদিন ধরে চলতো। বাইর থেকে গাইয়ে-বাজিয়ের দল আসতো, গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড় চলতো। মাঝে সাতদিন থেকে কমে তিনদিনে দাঁড়ায়। এখন শুধুমাত্র এক বেলা। গান-বাজনাও আর হয় না। মেলার ঠিক পাশেই ঝুলন গোবর্ধনের দেউল। অথবা দেউলের পাশে মেলা। শতাধিক বছর আগে দেউলের দোতলা ঘরে গোবর্ধনকে রাখা হতো। ভক্তেরা নীচ থেকে ঠাকুর দর্শন করতেন। এখন দেউলের জরাজীর্ণ অবস্থা, কেউ ফিরেও তাকায় না তার দিকে। শুনতে পেলাম পেঁচার ডাক। দেখলাম একটা লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে এসে দেউলের পাশে একটা গাছে বসল। আলো-আঁধারিতে লক্ষ্য করলাম সারা দেহে ইতিহাসের ক্ষত নিয়ে, ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে, দেউলটি আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

গ্যাসট্রো এনট্রাইটিসে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৭ অক্টোবর—গত সপ্তাহে গ্যাসট্রো এনট্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে সাগরদীঘি থানার কাবিলপুর অঞ্চলের অমৃতপুর গ্রামে একজন মারা গিয়েছেন। জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বায়াতুল্লা এ খবর দিয়ে জানান, ওই গ্রামে মোট ২০ জন এই রোগে আক্রান্ত হন। প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে অবস্থার উন্নতি ঘটেছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মহকুমা শাসকের প্রতি—

গত ১৩ অকটোবরের জঙ্গিপুর সংবাদে '......প্রেতপুরীতে আলোর প্রস্তাব অগ্রাহ্য' শিরোনামার সংবাদটি পড়ে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে আলোর ব্যবস্থা করে চুরি, ছিনতাই এবং নারীর সম্ভ্রমহানির সম্ভাবনা হতে রাত্রের বাসযাত্রীদের আশঙ্কামুক্ত করুন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। মহকুমা শাসক নিজে একজন মহিলা হয়ে আমাদের এই আবেদন রাখবেন বলে আশা রাখি। —কেকা দে ও স্বচেতা ব্যানারজি, জঙ্গিপুর।

বাস দুর্ঘটনায় ৫ জন জখম

(১ম পাতার পর)

দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে ধাক্কা মারলে বাসের ৫ জন যাত্রী জখম হন। বাসটি রঘুনাথগঞ্জ—মোড়গ্রাম রুটের। দুর্ঘটনার দিন একদল যাত্রা দর্শককে নিয়ে নিমতিতায় ভাড়া খাটতে গিয়েছিল। ফেরার পথে এই বিপত্তি ঘটে।

হাসপাতালে হামলা ঃ সম্প্রতি একদল গ্রামবাসী তেঘরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে বলে খবর পাওয়া যায়। গ্রাম্য দলাদলির একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর এই ঘটনাটি ঘটে বলে প্রকাশ।

যুবতী খুন ঃ সুতী থানার নুরপুর-দিয়াড় গ্রামের অণিমা সাহা (২২) নামে একজন যুবতী সম্প্রতি খুন হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ এখনও জানা যায়নি।

ডাকাত ধৃত ঃ রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা মোড় থেকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ ২৫ অকটোবর তিনকড়ি সেখ নামে কুখ্যাত এক ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, ধৃত ডাকাতকে বহুদিন থেকেই কয়েকটি ডাকাতির মামলায় খোঁজা হচ্ছিল।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট**
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

খেলার খবর

সাগরদীঘি, ২৪ অকটোবর— সাগরদীঘি ক্রীড়া পরিষদের সেমি ফাইনালের খেলায় আজিমগঞ্জ ওয়াই এম এ ৬—০ গোলে জঙ্গিপুর মহকুমা আরক্ষা বাহিনীকে এবং জঙ্গিপুর কলেজ ২—০ গোলে গোফুরপুর মিলন সংঘ পাঠাগারকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। আগামী ৩০ এবং ৩১ অকটোবর যথাক্রমে সান্ত্বনা ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা দুটি অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সংশোধন ঃ মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব সম্পাদক মদনমোহন সাহা জানাচ্ছেন, ২০ অকটোবরের জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত খেলার খবরে 'নতুনগঞ্জ বিনয়-বাদল-দীনেশ ক্লাব ১—০ গোলে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয়ীর শীল্ড লাভ করে' পড়তে হবে।

কালীপূজো ও ভাইফোঁটা

(১ম পাতার পর)

সজ্জাও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পূজোগুলি সাধারণভাবে সম্পন্ন হয়।

রবিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে গণ ভাইফোঁটার আয়োজন করা হয়। চারটি গ্রুপের ৮টি মেয়ে প্রায় ১৫০ ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে যমের দুয়ারে কাঁটা দেয়। অন্যতম উদ্যোক্তা আনন্দগোপাল দে জানান, এবার নিয়ে তাঁদের গণ ভাইফোঁটার ৩য় বার্ষিকী পালিত হল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাইবোনের সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য বলে তিনি জানান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১'৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গীলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন- ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই
ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই
ব্যবহার করুন
❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।
প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।